সংবাদ

তারিখ 2.1 AUG 1996 ... পৃষ্ঠা ৮ কলাম ২

ছাত্রলীগ-ছাত্রদল মুখোমুখি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যুদ্ধাবস্থা

☐ শান্তি আলোচনা ব্যর্থ ☐ পুলিশ তল্লাশি করে অস্ত্র পায়নি ☐ হলে হলে সশস্ত্র বহিরাগত ☐ এফ রহমান হলের প্রভোস্টের পদত্যাগ

বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ॥ হল দখলের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের সশস্ত্র মুখোমুখি অবস্থানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস এখন তোপের মুখে। আবাসিক হলসমূহে অত্যাধুনিক অস্ত্রসহ অসংখ্য বহিরাগত অবস্থান নিয়েছে।

ক্যাম্পাসে শান্তি ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে গতকাল মঙ্গলবার ছাত্রদল ও ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দের যৌথ সভা অনুষ্ঠিত হলেও পরক্ষণেই এ আলোচনাকে ছাত্রদল প্রত্যাখ্যান করেছে। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে গতকাল সন্ধ্যায় টিএসসি এলাকায় ছাত্রদল ও ছাত্রলীগ দু'গ্রুপের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া, মিছিল-পাল্টা মিছিল ও গুলিবর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। ছাত্রদলের আহ্বানে গতকাল মঙ্গলবার পূর্ণদিবস ধর্মঘট পালিত হয়েছে। ছাত্রদল আজও ধর্মঘটের কর্মসূচি ঘোষণা করেছে। সোমবার গভীর রাতে গোলাগুলির ঘটনার পর পুলিশ ৮টি হলে তল্লাশি চালালেও তারা কোন অস্ত্র উদ্ধার করতে পারেনি।

গত সোমবার গভীর রাতে ছাত্রলীগের সশস্ত্র কর্মীরা ফজলুল হক হল ও এফ রহমান হল দখলের পর ছাত্রদল নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় মরিয়া হয়ে উঠেছে। এই লক্ষ্যে তারা প্রস্তুতি নিচ্ছে। ছাত্রলীগও তাদের অবস্থান ধরে রাখার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। আর এজন্য দু'পক্ষই রাজধানীর বিভিন্ন এলাকা থেকে চিহ্নিত অসংখ্য সন্ত্রাসীকে বিপুল পরিমাণে অস্ত্রসহ আমদানি করেছে। এসকল বহিরাগত সন্ত্রাসীকে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজ নিজ হলের বিভিন্ন মোড়ে পাহারায় বসানো হয়েছে। গতকাল মধুর ক্যান্টিন, কলা ভবন, টিএসসি এলাকায় সন্ত্রাসীদের ব্যাপক আনাগোনা লক্ষ্য করা গেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অশান্ত পরিবেশ লক্ষ্য করে ক্যাম্পাসে শান্তি এবং শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে গতকাল সকালে ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় শাখার নেতৃবৃন্দ এক শান্তি আলোচনা সভায় মধুর ক্যান্টিনে মিলিত হন। ছাত্রলীগ সভাপতি এনামুল হক শামীম, সাধারণ সম্পাদক ইসহাক আলী খান পান্না, বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি বাহাদুর বেপারী ও সাজ্জাদ হোসেন এবং ছাত্রদল কেন্দ্রীয় সংসদের সভাপতি শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানী, সাধারণ সম্পাদক হাবিব-উন-নবী সোহেল, বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি এবিএম মোশাররফ হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক মনির হোসেন এ সভায় উপস্থিত ছিলেন। [illegible] সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, প্রত্যেক হলে আবাসিক ছাত্রনেতা বা কর্মীরা স্ব স্ব ক[illegible] [illegible]বে। নেতানেত্রীদের নামে কোন অশ্লীল, অরাজনৈতিক বক্তব্য দেয়া যাবে [illegible] [illegible] বহিরাগত থাকতে পারবে না এবং এই সিদ্ধান্ত যুদ্ধাবস্থা ঃ পৃঃ

যুদ্ধাবস্থা ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে স্ব স্ব সংগঠন দৃষ্টান্তমূলক সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত তাৎক্ষণিকভাবে গ্রহণ করবে।

ছাত্রলীগ জানিয়েছে যে, আলোচনা সভাশেষে বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি বাহাদুর বেপারী এবং কেন্দ্রীয় দপ্তর সম্পাদক নিজে উপস্থিত থেকে এফ রহমান হলে ছাত্রদলের ৭০/৮০ জন নেতা-কর্মীকে তাদের স্ব স্ব কক্ষে পুনর্বাসিত করেছেন।

অপর পক্ষে ছাত্রদল অভিযোগ করেছে যে, তাদের নেতাকর্মীদেরকে হলে দিয়ে আসার সাথে সাথেই ছাত্রলীগ কর্মীরা তাদের ২১টি রুমে ব্যাপক ভাঙচুর করেছে। কমপক্ষে ৮ জন কর্মীকে মারধর করেছে। এর মধ্যে একজনকে গুরুতর আহত অবস্থায় পঙ্গু হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আহতদের মধ্যে রয়েছে টিটু, বিপ্লব, সফিউল, উজ্জ্বল, জাকির, রতন, জিকু। ছাত্রদল অভিযোগ করেছে যে, তাদেরকে হলে উঠিয়ে দিয়ে আসার মাত্র এক ঘন্টার মধ্যে মারধর করে তাদেরকে হল থেকে বের করে দিয়েছে।

এ পরিপ্রেক্ষিতে ছাত্রদল ক্যাম্পাসে সমাবেশ করেছে। কলা ভবনের সামনে সমাবেশে বক্তৃতা করেন সভাপতি শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানী, সাধারণ সম্পাদক হাবিব-উন-নবী সোহেল, আবদুল খালেক, মনোয়ার হোসেন রানা প্রমুখ।

ছাত্রদল সন্ধ্যায় বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে। এসময় ছাত্রদল নেতৃবৃন্দ বলেন, ছাত্রলীগ তাদের সাথে শান্তি আলোচনার নামে ষড়যন্ত্র ও প্রতারণা করেছে। মিছিলশেষে টিএসসি'তে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তৃতা করেন বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি এবিএম মোশাররফ হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক মনির হোসেন।

এর মাত্র ১০ মিনিট পর হঠাৎ টিএসসিতে ব্যাপক ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া শুরু হয়ে যায় এবং এক রাউন্ড পিস্তলের গুলির আওয়াজ হয়। এ ঘটনার পর ছাত্রলীগও টিএসসি'তে মিছিল ও সমাবেশ করে। তারা মিছিলে বলেন, 'একটা গুলি চললে পাল্টা গুলি চলবে', 'একটা বোমা ফাটলে পাল্টা বোমা ফাটবে'। ডাসের সামনে সমাবেশে বক্তৃতা করেন দপ্তর সম্পাদক রফিকুল ইসলাম রফিক ও বাহাদুর বেপারী।

ছাত্রলীগ সভাপতি এনামুল হক শামীম ও সাধারণ সম্পাদক ইসহাক আলী খান পান্না গতকাল মঙ্গলবারও বিবৃতিতে ছাত্রদলের সিদ্ধান্তের নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন। বিবৃতিতে তারা বলেন, ক্যাম্পাসে শান্তি ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে মধুর ক্যান্টিনে যে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে তাকে ছাত্রদল সুপরিকল্পিতভাবে পাশ কাটিয়ে গেছে। এতে এটাই প্রমাণিত হয় যে, তারা শান্তি চায় না।

পুলিশ বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭টি আবাসিক হলে তাৎক্ষণিকভাবে তল্লাশি চালিয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, তারা জিয়া হল, বঙ্গবন্ধু হল, সূর্যসেন হল, মুহসীন হল, জসীম উদ্দীন হল, এফ রহমান ও জহরুল হক হলে তল্লাশি চালায়। এসময় তারা মুহসীন হলের ক্যান্টিনের ছাদ থেকে ২টি তাজা ককটেল উদ্ধার করেছে। এছাড়া ভিসি প্রক্টর ও প্রভোস্টের নকল সিল রাখার অভিযোগে সূর্যসেন হলের ১৭৩ নং কক্ষ থেকে মনসুর আহমদ ভুঁইয়া নামে এমএসএস-এর একজন ছাত্রকে গ্রেফতার করেছে।

অভিযোগ রয়েছে, পুলিশ তল্লাশি চালাতে বিভিন্ন হলে গেলেও জসীম উদদীন ও জিয়া হলে কোন পুলিশকে ঢুকতে দেয়া হয়নি। জসীম উদদীন হলে প্রভোস্টের সহায়তায় কেবলমাত্র একজন পুলিশ অফিসার যান, তবে তল্লাশি করা হয়নি। অন্য হলে করা হলেও কোন অস্ত্র পাওয়া যায়নি।

এ পরিস্থিতিতে গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের জরুরি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় ১৫ আগস্টে জাতীয় শোক দিবসে কতিপয় হলে এবং বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় যেসব অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছে তার নিন্দা ও দুঃখ প্রকাশ করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় আইন, শান্তি-শৃংখলার অবনতি ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয় এবং প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ অনুযায়ী সন্ত্রাসীদের গ্রেফতারের দাবি জানানো হয়। সভায় উপাচার্যসহ সিন্ডিকেটের অন্য সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

একই ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে গতকাল প্রভোস্ট কমিটিরও এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপাচার্য অধ্যাপক এমাজউদ্দিন আহমদের সভাপতিত্বে সমস্ত হলের প্রভোস্টগণ উপস্থিত ছিলেন। সভা থেকে বলা হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি দিন দিন অবনতির দিকে ধাবিত হচ্ছে। এ অবস্থার উন্নতি না হলে মারাত্মক আকার ধারণ করতে পারে। তাই আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী সংস্থাকে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এফ রহমান হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক সৈয়দ আবদুল কালাম আজাদ গত সোমবার রাতে পদত্যাগ করেছেন।

ছাত্রদল-ছাত্রলীগের মধ্যে গোলাগুলি, হল দখলসহ সকল সন্ত্রাসীর প্রতিবাদে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন গতকাল প্রতিবাদ জানিয়েছে।